ISSN 2395-5716

# কলেজস্ট্রীট

শারদীয় ১৪২২

প্রধান উপদেষ্টা
**সোহারাব হোসেন**

সহঃ উপদেষ্টা
**দুলালেন্দু চট্টোপাধ্যায়**

সম্পাদক
**সুধাংশুশেখর দে**

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
**কার্তিক ঘোষ**

সম্পাদকমণ্ডলী
**সবিতেন্দ্রনাথ রায়, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়
শমিত সরকার, শুভঙ্কর দে**

বিষয় চলচ্চিত্র বিভাগীয়
অতিথি সম্পাদক
**অনির্বাণ রায় ও চন্দন গোস্বামী**

প্রচ্ছদ ও অঙ্কন ❑ **শংকর বসাক**


---


কার্যালয় : ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩; ফোন : ২২১৯১৬২৩

**কলেজস্ট্রীট পাবলিকেশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে সুভাষচন্দ্র দে কর্তৃক ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ থেকে প্রকাশিত এবং শিবদুর্গা প্রেস, ৩০বি, শিবনারায়ণ দাস লেন কলিকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।**

বর্ণ-বিন্যাস ❑ **এস. ঘোষ**
সি জি-৮০, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০ ০৯১


# কলেজস্ট্রীট


ISSN : 2395-5716

**শারদ সংখ্যা ১৪২২ ◆ একত্রিংশতি বর্ষ ◆ সেপ্টেম্বর/অক্টোবর ২০১৫**


## সূ চি প ত্র


সম্পাদকীয় / ২৩

**বি শে ষ নি ব ন্ধ**

দেবী দুর্গা ❑ ড. আদিত্য মুখোপাধ্যায় / ২৫

**প্র ব ন্ধ**

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন বৃত্তির কথা ❑ কৌশানী দত্ত / ২৯
রমাপদ চৌধুরীর জীবনভাষ্য ও প্রতিভার উন্মেষ ❑ সীমা সরকার / ৩৪
নাট্যকার প্রমথনাথ বিশী ❑ প্রসূন মাঝি / ৪১
বাঙালি মুসলমান সমাজের নবজাগরণের অগ্রদূত
মীর মশাররফ হোসেন ❑ তুহিনা বেগম / ৪৪
মধ্যবিত্তের বিকৃত যৌনতা ও সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়ের গল্প ❑
রাকেশ মণ্ডল / ৫২
সেলিম আল দীন-এর নাটকে 'নিম্নবর্গ' ❑ মো. সাইফুজ জামান / ৫৯
খোট্টা ভাষা (Khotta) ❑ সেখ আপতার হোসেন / ৬৩
এক সর্বার্থসাধক প্রতিভা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ❑
ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় / ৬৬
মাইগ্রেন কি সারে? ❑ ড. অমিতাভ ভট্টাচার্য / ৭০
জাপানী বিড়ালের বিচিত্র মহিমা ❑ প্রশান্ত দাঁ / ৭৪
গদ্যে সম্মিলন ও জাগ্রত বিবেক ❑ স্নিগ্ধদীপ চক্রবর্তী / ৭৬
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্বর্গের আগের স্টেশন :
সভ্যতার স্বীকারোক্তি ❑ আজিমুল হক / ৮০
গল্পকার সোহারাব : এক ভেঁপুবাদক ও
অচিন পাখিদের বিচিত্র উড়ান ❑ ড. তৌহিদ হোসেন / ৮৬
মিশনারি জেমস্ লঙ ও নীল আন্দোলন ❑ সুরঞ্জন মিদ্দে / ৯৪

**ন ভে লে ট**

দশ ইঞ্চি প্রজাপতি ❑ সাধন চট্টোপাধ্যায় / ১০১
আরশি মানুষ (৪) ❑ সোহারাব হোসেন / ২০৮
সাত জমিন ❑ শামিম আহমেদ / ৩১২

# খোট্টা ভাষা (Khotta)

সেখ আপতার হোসেন

মূলত হিন্দি ও উর্দু ধ্বনিতে উচ্চারিত হিন্দি, উর্দুর তুলনায় বাংলা শব্দভাণ্ডারে অধিক পুষ্ট বিশেষত অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া মুসলিম জনজাতির কথ্য ভাষা হল 'খোট্টা ভাষা'। এই ভাষা ব্যবহারকারীরা মাতৃভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে মান্যতা দেয় এবং বাংলা ভাষাকেই তাদের নিজস্ব কথ্য ভাষার পরিসর ব্যতীত পরিবেশে কথা বলার ও লেখার ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে মধ্যম হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। সাহিত্যসৃষ্টি দূরের কথা সাধারণ লেখালেখির ক্ষেত্রেও এ ভাষার প্রয়োগ চোখে পড়ে না। এই ভাষা পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, মালদা, মুর্শিদাবাদ, বীরভূমি প্রভৃতি জেলায় প্রচলিত। অঞ্চলভেদে নানা এলাকায় সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেলেও সব জায়গার একই রকম ধ্বনি বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে মূলত পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শ্রীরামপুর, ডেবরা, ইসলামপুর, বারুনিয়া, পিংলা, ক্ষিরাই, নরা, জলচক, মোহাড়, সবং, পটাশপুর, দশগ্রাম এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গয়না, পাঁশকুড়া, ভগবানপুর প্রভৃতি অঞ্চলের খোট্টা ভাষার মূল রূপ বৈচিত্র তুলে ধরার প্রয়াস করা হল। আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনার বিষয়টিকে কয়েকটি মাত্রায় বিভক্ত করা হল।

যথা : (ক) পদগঠনগত দিক
(খ) ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
(গ) রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য
(ঘ) অঞ্চলভিত্তিক রূপভেদ

—এবার বিষয়গুলিকে স্পষ্ট করা যেতে পারে।

**(ক) পদগঠনগত দিক :**

''এখানে আমরা খোট্টা ভাষার গঠনগত দিক আলোচনা করবো''—এই কথা বোঝাতে খোট্টা ভাষায় বলা হয়—''হিঁয়া মেরে খোট্টা ভাষা গ্যাঠ্যানকা ব্যাপার মে আলোচনা ক্যারাঙে।'' এই বাক্যের মধ্যে আমরা দেখতে পেলাম 'এখানে' শব্দের পরিবর্তে 'হিঁয়া', 'আমরা' শব্দের পরিবর্তে হিন্দিতে 'আমাদের' বোঝাতে ব্যবহৃত 'মেরেকো' শব্দের 'মেরে' ধ্বনিগুচ্ছ, বাংলা নামপদ 'খোট্টা ভাষা' অপরিবর্তিত, বাংলা 'গঠন' থেকে 'গ্যাঠ্যম', বাংলা সম্বন্ধ পদের শেষে 'র' 'এর' পরিবর্তে 'কা' ধ্বনি, 'গতদিক' বোঝাতে বাংলাতে প্রায় সম অর্থ বোঝানো 'ব্যাপার' শব্দটি অপরিবর্তিত। সম্বন্ধ পদের বিভক্তি হিসেবে 'মে' ধ্বনি বাংলার 'আলোচনা' শব্দটি অপরিবর্তিত হল এবং বাংলা 'খরবো' শব্দটি ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে 'ক্যারাঙে' হল। এখানে দেখা গেল খোট্টা ভাষার বেশিরভাগ পদ বাংলা ভাষা থেকে কিছুটা পরিবর্তিত ও কিছুটা অপরিবর্তিত ভাবে এসেছে।

এবার দৈনন্দিন ব্যবহৃত কিছু বাক্যের পরিচয় নেওয়া যেতে পারে।

(ক) বাংলা → আমি পড়তে যাবো
খোট্টা → হ্যাম প্যাড়নে জাঙে।

—এখানে বাংলা আমির পরিবর্তে হিন্দি 'হ্যাম' ও বাংলা 'পড়তে'র পরিবর্তে হিন্দি 'প্যাড়নে' ও বাংলা 'খাবো'র পরিবর্তে 'জাঙে' ব্যবহৃত হয়েছে।

(খ) বাংলা → মা ভাত দিচ্ছে।
খোট্টা → মা ভাত দ্যাহ্যায়।

—বাংলার 'মা' ও 'ভাত' অপরিবর্তিত। 'দিচ্ছে শব্দটির পরিবর্তে হিন্দি শব্দগুচ্ছ 'দে রাহি হ্যায়'-এর সংক্ষিপ্ত রূপ 'দাহ্যায়' ব্যবহৃত হয়েছে।

(গ) বাংলা → সকালে স্নান করেছি।
খোট্টা → ফ্যাজ্যর বেলা আঙ ধোঁয়।

—এখানে 'সকালে'র অর্থজ্ঞাপক আরবি শব্দ 'ফজর' থেকে 'ফ্যাজ্যার' ও সময় অর্থে 'বেলা' এবং 'স্নান করা' অর্থাৎ 'গা ধোয়া' অর্থে হিন্দি 'আঙ' ও বাংলা 'ধুয়েছি' শব্দের পরিবর্তিত রূপ 'ধোঁয়ে' ব্যবহৃত হয়েছে।

এবার দৃষ্টান্ত হিসেবে বাংলা পদের পরিবর্তে খোট্টা ভাষায় ব্যবহৃত পদগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে।

**সম্বোধন পদ** : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'ওই', 'ওরে' এবং 'ওগো' পদগুলি খোট্টাতে গিয়ে কেবল 'ওই' রূপ পায়।

যেমন : বাংলা → ওরে এদিকে আয়।
খোট্টা → ওই এত্যারাক আ।

বাংলা ভাষার 'হে' পদটি খোট্টাতে গিয়ে 'ও' তে পরিবর্তিত হয়।

যেমন : বাংলা → **হে** রাম আজ বাড়ি আসবে তো?
খোট্টা → **ও** রাম আজ ঘ্যর আয়গা তো?

**সর্বনাম পদ** : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'তুই', 'সে', 'সেই', 'তার' পদগুলি খোট্টাতে গিয়ে যথাক্রমে 'তে', 'ও', 'ওই', 'উসকা' রূপ পায়।

যেমন : বাংলা → **সে** আমার পেন নিয়ে গেছে।
খোট্টা → **ও** মেরা ক্যল্যম লেকে গ্যাইসে।

**অব্যয় পদ** : বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত 'কেন', 'যেমন', 'কিছু' পদগুলি খোট্টাতে গিয়ে 'কার', 'যেমা', 'কিচ্ছু' রূপ পায়।

যেমন : বাংলা → আমি **কেন** যাবো?
খোট্টা → হ্যাম **কায়** যাঙে?

**বিশেষ্য পদ** : বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত 'কাস্তে', 'বাটি', 'বঁটি', 'মাদুর' শব্দগুলি খোট্টা ভাষাতে যথাক্রমে 'ক্যাঁচিরা', 'চেয়ালা', 'ব্যাঁইঠি', 'চ্যাট্যই' রূপ পায়।

যেমন : বাংলা → **কাস্তে** দিয়ে ধান কাটা হয়।
খোট্টা → **ক্যাঁচিয়া** দেকে ধান কাটা হোয়।

**বিশেষণ পদ** : বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত 'তাড়াতাড়ি', 'কাল', 'বড়ো', 'ফুটন্ত' পদগুলি খোট্টাতে গিয়ে যথাক্রমে 'ক্যালতি', 'কালা', 'ব্যাড়া', 'ফোটায়া' রূপ লাভ করে।

যেমন : বাংলা → **তাড়াতাড়ি** কর।
খোট্টা → **ঝ্যালতি** ক্যার।

**ক্রিয়াপদ** : বাংলা বাক্যে ব্যবহৃত 'শেখানো', 'মেরেছে', 'কাঁদছে', 'হয়েছে' প্রভৃতি পদ খোট্টাতে গিয়ে যথাক্রমে 'স্যাকাইসে', 'মারিসে', 'রুয়ায়', 'হইসে' রূপ পায়।

যেমন : বাংলা → বাবা ছেলেকে চলতে **শেখান**।
খোট্টা → বাপ বেটাকো চ্যালনে **স্যাকাইসে**।

—এভাবেই বাংলা শব্দ খোট্টা ভাষাতে ব্যবহৃত হয়।

(খ) **ধ্বনিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য** :

১. আনুনাসিক স্বরের অধিক ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন—পা > পাঁ, গিয়েছিলাম > গাঁয়থে, এসেছিলাম > আঁয়থে, আমি > মেঁ, পুথি > পুঁথি, উট > উঁট, আটা > আঁটা ইত্যাদি।
প্রয়োগ : ব্যাড়া রাস্তামে **উঁট** আইসে।

২. শব্দের আদিতে শ্বাসাঘাত থাকলে শব্দের অন্তে অবস্থিত মহাপ্রাণ ধ্বনি অল্পপ্রাণ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন—একসাথে > একসাতে, দুধ > দুদ, বাঘ > বাগ ইত্যাদি।
প্রয়োগ : মা কচিকো **দুদ** খালাব্যায়।

৩. অনেক ক্ষেত্রে আবার অল্পপ্রাণ ধ্বনি মহাপ্রাণ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন—রাখ > র‍্যাক।
প্রয়োগ : থালাটো উপ্প্যার **র‍্যাক**।

৪. ও-কার ধ্বনি উ-কার ধ্বনির মত উচ্চারিত হয়।
যেমন—বোনা > বুনা, শোনা > শুনা।
প্রয়োগ : উল **বুনা** হইসে?

৫. 'ছ' সৃষ্ট ধ্বনিটি 'স' উ ধ্বনি রূপে উচ্চারিত হয়।
যেমন—খেয়েছে > খাইসে।
প্রয়োগ : রাম ভাত **খাইসে**।

(গ) **রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য** :

১. উত্তম পুরুষের একবচনের সর্বনাম 'হাম', 'সেঁ'।

২. সম্বন্ধ পদের শেষে 'কা' ধ্বনি যুক্ত হয়ে শূন্য বিভক্তি সৃষ্টি করে।
যেমন—রামের > রামকা, রাজার > রাজাকা ইত্যাদি।

৩. বাংলাতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে ক্রিয়ার ব্যবহার হয়ে থাকে। যেমন—মিলন এসেছিল/মামনি এসেছিল। খোট্টা ভাষাতে ক্রিয়ানির্ভরশীল।
যেমন—মিলন আয় থা/মামান আয়থি।

৪. করণ কারকের অনুষঙ্গ হিসেবে 'লেকে', 'দেকে' প্রভৃতি ধ্বনিসমষ্টির ব্যবহার হয়ে থাকে।
যেমন—লাটি **দেকে** মার।

৫. অপাদান কারকের বিভক্তি হিসেবে 'সে' ধ্বনি যুক্ত হয়।
যেমন—ঘ্যারসে, ব্যাজারসে, রাস্তাসে ইত্যাদি।

৬. অধিকরণ কারকের বিভক্তি হিসেবে 'মে' ধ্বনি যুক্ত হয়।
যেমন—ঘ্যারমে, ব্যাজারমে, দোকানমে ইত্যাদি।

৭. সদ্য অতিতকালে প্রথম পুরুষের ক্রিয়ার বিভক্তি 'ল'-এর জায়গায় 'সে' হয়।
যেমন—সে গেল > ও গ্যাইসে।

উদাহরণ : হ্যাম ব্যাজার গ্যায়থে আলু, পিয়াচ, তেল, চিনি লানে কিলে। কিন্তু ব্যাজার ব্যান্দ। কিচ্ছুবি লানে স্যাকেনি। কিয়া খায়া হোগা?

(আমি বাজার গিয়েছিলাম আলু, পিঁয়াজ, তেল, চিনি আনতে। বাজার খোলা নেই। কিছুই আনতে পারলাম না। কি খাওয়া হবে?)

(ঘ) **অঞ্চলভিত্তিক রূপভেদ** :

প্রত্যেক অঞ্চলের খোট্টা ভাষা ব্যবহারকারীরা প্রায় একই রকম উচ্চারণ পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকে। তা সত্ত্বেও অঞ্চলভিত্তিক কিছু কিছু উচ্চারণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যথা—

১. জলকে, ক্ষিরাই, পিংলা প্রভৃতি গ্রামে 'চালকে' বলে 'চুয়াল' কিন্তু ইসলামপুর শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রামে 'চাল'কে 'চাউল' বলে থাকে।
২. প্রায় সার্বিক ক্ষেত্রে 'তুই কি খেয়েছিস?' জানতে খোট্টা ভাষায় বলা হয় 'তে কিয়া খায়ে?' কিন্তু দশগ্রাম প্রভৃতি এলাকায় বলা হয় 'তে চা খয়ে?' এক্ষেত্রে 'কি'-এর পরিবর্তে ব্যবহৃত 'কিয়া'-র বদলে 'শ্বাসাঘাত যুক্ত 'চা' ধ্বনি উচ্চারিত হয়ে থাকে।
৩. 'তখনকার বিষয় আলাদা' বোঝাতে খোট্টাতে সাধারণ ক্ষেত্রে বলা হয়—'তাব কা ব্যাপার আলাদা' কিন্তু ভগবানপুর, আমার্শি প্রভৃতি এলাকায় তখন-এর পরিবর্তে 'তাব' শব্দটির পরিবর্তন করে বলে থাকে 'তাৎ'। ওরা বলে—'তাৎ কা ব্যাপার আলাদা।'
৪. শুধু তাই নয়, ভগবানপুর সংলগ্ন এলাকার খোট্টা ভাষাভাষীরা অনেক ক্ষেত্রেই শব্দের সংক্ষেপ সৃষ্টি করে থাকে।

   যেমন—করছে বোঝাতে খোট্টায় বলা হয় 'কারতা হ্যায়' কিন্তু এখানকার মানুষেরা 'র' উচ্চারণ করে না ও 'হ'-এর মৃদু উচ্চারণ করে জানায় কার্‌তা (হ) য়।

'বলা যাবে না' বোঝাতে খোট্টা ভাষায় বলা হয় 'কায়া জাগানি'। কিন্তু ভগবানপুর প্রভৃতি এলাকার মানুষ উচ্চারণ করে 'কাইনা' জাগানি।

—তাই বলা যায় খোট্টা ভাষার মূল বৈচিত্র এক থাকলেও অঞ্চলভেদে এ ভাষার কিছু বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। সাংস্কৃতিক মিলনে নানা ভাষার প্রভাবে তা স্বাভাবিক ভাবেই গড়ে উঠেছে। ❖


# বিশ্বভারতীর বই

**রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর**
**কালানুক্রমিক রবীন্দ্র-রচনাবলী**
**১ম খণ্ড ১০০০৲ ২য় খণ্ড ১০০০৲ ৩য় খণ্ড ১০০০৲**
সম্পাদনা : গৌতম ভট্টাচার্য

**রবীন্দ্র-নাট্যসংগ্রহ**
**১ম খণ্ড ৩০০.০০ ২য় খণ্ড ২৭৫.০০**

**FOURTEEN SONGS** 300.00
Rabindranath Tagore/Arthur Geddes
শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথের অনুমতি নিয়ে তাঁর ১৪টি গান ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন আর্থার গেডেস। সঙ্গে ছিল তাঁর করা স্বরলিপি। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর প্রাককথন-সহ সেই অনুবাদ ও স্বরলিপির সংকলন।

**বাল্মীকি প্রতিভা (সিডি অ্যালবাম)** ২৫০.০০
অপ্রচলিত প্রথম স্বরলিপির পাঠ ও গীতরূপ
প্রয়োগ : বিশ্বভারতী রবীন্দ্রসংগীত গবেষণা কেন্দ্র

**যে পথ দিয়ে** ৯০০.০০
সুশান্ত দত্তগুপ্ত
বিশ্বভারতীতে নানা উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণের সংকলন

**রবীন্দ্রসপ্তাহ ভাষণ** ২০০.০০
সম্পাদনা : ইন্দ্রাণী মুখোপাধ্যায়, রামকুমার মুখোপাধ্যায়, অমর্ত্য মুখোপাধ্যায়। ১৪২১ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রসপ্তাহে (২৩-২৮ শ্রাবণ) উপস্থাপিত আলোচনাগুলির সংকলন

**রাজনীতির পাঠক্রমে রবীন্দ্রনাথ** ৪০০.০০
অশোক সেন
উন্নয়নমূলক যে রাজনীতিভাবনা রবীন্দ্রনাথের বৈশিষ্ট্য তারই আনুপূর্বিক বিশ্লেষণ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীর কলমে

**WANDERLUST** 450.00
Edited by Somdatta Mandal

**THE PEACOCK IN SPLENDOUR**
Science, Literature and Art in Ancient & Medieval India
Rs. 250.00 (for SAARC Countries)/$150.00
B.M. Deb

বিশ্বভারতী
শান্তিনিকেতন

**বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ**
৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। কলকাতা ১৭। ফোন : ২২৯০-৯৮৬৮; ফ্যাক্স : ২২৯০-৭৮৫৫
বিক্রয় কেন্দ্র : ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট। কলকাতা ৭৩। ফোন : ২২৪১-৮৫৬০ ◆ ২১০ বিধান সরণি। কলকাতা ৬
website : www.vbgv.in, e-mail : director@vbgv.in/vbgvsales@gmail.com